অধ্যায় - ৪০

শ্রী সাইবাবার কাহিনী

১) শ্রী বি. ভি. দেবের মায়ের 'উদ্‌যাপন' অনুষ্ঠানে যোগদান এবং ২) হেমাড পন্তের গৃহে চিত্ররূপে আগমন।

এই অধ্যায়ে দুটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে - ১) বাবা কিভাবে শ্রীমান দেবের মায়ের বাড়ীতে 'উদ্‌যাপন' অনুষ্ঠানে এবং ২) বান্দ্রাতে হেমাডপন্তের বাড়ীতে দোলের দিন মধ্যেহ্ন ভোজে যোগ দিয়েছিলেন।

প্রস্তাবনা ঃ-

শ্রীসাই সমর্থ ধন্য, যাঁর নাম বড় সুন্দর! তিনি সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক, দুই বিষয়েই নিজের ভক্তদের উপদেশ দেন এবং ভক্তদের নিজের জীবনের লক্ষ্য প্রাপ্ত করতে সাহায্য করে, ওদের নিজের শক্তি প্রদান করেন। তিনি ভেদ-বুদ্ধি নষ্ট করে তাদের অপ্রাপ্য বস্তুরও প্রাপ্তি করান। ভক্তরা সাইয়ের চরণে ভক্তিসহ নত হয় এবং শ্রী সাইবাবাও অভেদ জ্ঞানে প্রেম পূর্বক ভক্তদের বুকে জড়িয়ে ধরেন। তিনি ভক্তদের সঙ্গে এমন ভাবে একাত্ম হয়ে যান যেমন বর্ষা ঋতুতে জল নদীর সাথে মিশে তাকে শক্তি ও মান দেয়।

শ্রীমতি দেবের উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান ঃ-

শ্রী বি. ভি. দেব ডহানুতে (জেলা - ঠানে) মামালৎদার ছিলেন। ওঁর মা প্রায় পঁচিশ-তিরিশটা বিভিন্ন সংকল্প পালন করেছিলেন। একটি উদ্‌যাপন প্রয়োজন। উদ্‌যাপনের সাথেই প্রায় একশো-দুশোজন ব্রাহ্মণ ভোজ-এরও আয়োজন করা হয়েছিল। শ্রী দেব একটি দিন ঠিক করে বাপুসাহেব জোগকে একটা চিঠি লেখেন- "তুমি আমার হয়ে শ্রীসাই বাবাকে উদ্‌যাপন ও ভোজে আসার জন্য অনুরোধ কোর এবং তাঁকে জানিও যে তাঁর অনুপস্থিতিতে উৎসব অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি অবশ্যই ডহানু এসে দাসকে কৃতার্থ করবেন।"

বাপুসাহেব যোগ বাবাকে সেই চিঠিটি পড়ে শোনান। বাবা চিঠিটা মন দিয়ে শোনেন এক শুদ্ধ চিত্তের সরল আমন্ত্রণ লক্ষ্য করে তিনি বলেন- **"যে আমায় স্মরণ করে তার কথা আমার সর্বদা মনে থাকে। কোথাও যাওয়ার জন্য আমার কোন**

গাড়ী, টাঙ্গা বা বিমানের দরকার হয় না। যে আমায় ভালোবেসে ডাকে তার সামনে আমি অবিলম্বে উপস্থিত হই। ওকে চিঠি মারফৎ জানিয়ে দাও যে আমি আরো দুটি ব্যক্তিকে নিয়ে অবশ্যই যাব।" শ্রী যোগ সে কথা শ্রীদেবকে লিখে পাঠিয়ে দেন। চিঠি পড়ে দেব খুব খুশী হন; কিন্তু উনি এও জানতেন যে বাবা শুধু রাহাতা, রুই এবং নিমগ্রাম ছাড়া আর কোথাও যাওয়া-আসা করেন না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়- "বাবার পক্ষে কিই বা অসম্ভব? তিনি তো অসংখ্য চমৎকার দেখিয়েছেন। তিনি সর্বব্যাপী যে কোন বেশেই অনায়াসেই আবির্ভূত হয়ে নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করতে পারেন।"

উদ্‌যাপনের কিছু দিন আগে এক সন্ন্যাসী ডহানু স্টেশনে নামে। তার বেশভূষা বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর মত ছিল এবং দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোন গোরক্ষা সংস্থানের স্বেচ্ছাসেবক। সে সোজা স্টেশন মাস্টারের কাছে গিয়ে চাঁদার জন্য নিবেদন করে। তিনি ওকে বলেন- "তুমি এখানকার মাম্‌লৎদার শ্রীদেবর কাছে যাও এবং ওঁর সাহায্যে তুমি যথেষ্ট চাঁদা পেতে পারবে।" ঠিক সেই সময় মাম্‌লৎদারও সেখানে এসে পৌঁছন। তখন স্টেশন মাস্টার সন্ন্যাসীর সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন এবং দুজনে প্ল্যাটফর্মে বসেই কথাবার্তা বলতে লাগলেন। মাম্‌লৎদার বলেন- "এখানকার প্রধান নাগরিক শ্রী রাওসাহেব নরোত্তম সেঠ, ধার্মিক কার্য্যের জন্য একটা ফর্দ তৈরী করেছেন। অতএব এখন আরেকটা ফর্দ তৈরি করা একটু অনুচিত মনে হচ্ছে। তাই ভালো হয় যদি আপনি দু-চার মাস পর এখানে আসেন।" এই কথা শুনে সন্ন্যাসী সেখান থেকে চলে যায় এবং এক মাস পর শ্রীদেবের বাড়ীর সামনে তাকে টাঙ্গা থেকে নামতে দেখা যায়। ওকে দেখে শ্রীদেব মনে-মনে ভাবেন- "নিশ্চয় চাঁদা চাইতে এসেছে।" উনি শ্রী দেবকে ব্যস্ত দেখে বলেন- "শ্রীমান! আমি চাঁদা নিতে আসিনি। খাবার খেতে এসেছি।" শ্রীদেব উত্তর দিলেন- "খুব আনন্দের কথা। বসুন, এ তো আপনারই বাড়ী।"

সন্ন্যাসী - আমার সাথে আরও দুটি ছেলে আছে।

দেব - দয়া করে ওদেরও নিয়ে আসুন।

খাবার পরিবেশন হতে এখনো দু-ঘন্টা সময় ছিল। তাই শ্রীদেব জিজ্ঞাসা করেন- 'যদি বলেন তো আমি কাউকে ওদের ডাকতে পাঠিয়ে দিই।"

সন্ন্যাসী - আপনি চিন্তা করবেন না, আমরা ঠিক সময় পৌঁছে যাব।

দেব ওকে দুপুরে আসতে অনুরোধ করেন। ঠিক বারোটার সময় তিন জন ওখানে এসে পৌঁছয় এবং ভোজে সম্মিলিত হয়ে খাবার খেয়ে সেখান থেকে চলে যায়।

উৎসব শেষ হয়ে যাওয়ার পর শ্রীদেব শ্রীযোগকে বাবার 'প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ'র বিষয় নালিশ করে চিঠি লেখেন। শ্রীযোগ সেই চিঠিটা নিয়ে বাবার কাছে যান। কিন্তু চিঠি পড়ার আগেই বাবা ওঁকে বলেন- "আরে, আমি ওকে যা কথা দিয়েছিলাম সে কথার খেলাপ করিনি। ওঁকে জানিয়ে দাও যে আরো দুজনকে সঙ্গে নিয়ে ওর ভোজে ঠিকই উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু ও আমায় চিনতেই পারেনি। তাহলে নেমন্তন্ন করার কষ্ট কেন করল? ওঁকে লেখো যে ও বোধহয় ভেবেছিল সেই সন্ন্যাসী চাঁদা চাইতে এসেছে। কিন্তু আমি কি ওর সন্দেহ দূর করে দিইনি? আমি কি বলিনি আরো দুজনকে নিয়ে আসব? আর সেই ত্রিমূর্তি কি ঠিক সময় ভোজে সম্মিলিত হয়নি? দেখো, **আমি নিজের কথা রাখার জন্য নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দেব। আমার কথার কখনো খেলাপ হয় না।**"

এই উত্তর শুনে যোগের মনে খুব আনন্দ হয় এবং উনি পুরো ব্যাপারটা লিখে শ্রীদেবকে পাঠিয়ে দেন। চিঠিটা পড়তে পড়তে শ্রীদেবের চোখ থেকে ঝর ঝর করে জল পড়তে থাকে। ওঁর নিজের উপর খুব রাগ হচ্ছিল। মিছিমিছি বাবার উপর দোষারোপ করলেন। অবাক হয়ে ভাবছিলেন যে সন্ন্যাসীর প্রথম বারের আগমন তাকে কি ভাবে বিভ্রান্ত করল। "আরো দুজনকে সঙ্গে নিয়ে ভোজে আসব," সন্ন্যাসীর এই কথার প্রকৃত অর্থও তিনি ধরতে পারলেন না!

এই ঘটনাটি আমাদের শুধু এটাই বোঝায় যে **যখন ভক্ত অনন্য ভাবে সদগুরু শরণে যায় তখন সে অনুভব করতে শুরু করে যে গুরু কৃপায় তার সমস্ত ধার্মিক অনুষ্ঠান সুচারুভাবে এবং নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।**

হেমাডপন্তের দোলের ভোজ ঃ-

এবার আমার একটা অন্য ঘটনা নিই যাতে বলা হয়েছে যে বাবা কিভাবে ছবির মাধ্যমে উপস্থিত হয়ে নিজের ভক্তদের ইচ্ছে পূরণ করেন। **১৯১৭ সালে দোল পূর্ণিমার দিন হেমাডপন্ত একটা স্বপ্ন দেখেন যে বাবা ওঁকে জাগিয়ে বলছেন- "আমি আজ তোমার বাড়ীতে খেতে আসব।"**

জাগানোটা স্বপ্নেরই একটা অংশ ছিল। কিন্তু যখন ওঁর সত্যি-সত্যি ঘুম ভাঙ্গে

তখন উনি বাবাকে বা অন্য কোন সন্ন্যাসীকে দেখতে পান না। একটু সজাগ হয়ে ভাবতেই সন্ন্যাসীর প্রত্যেকটি কথা ওনার মনে পড়ে যায়। যদিও উনি বাবার সঙ্গে গত সাত বছর ধরে ছিলেন এবং নিরন্তর তাঁরই ধ্যান করতেন, তবুও এটা কখনোই আশা করেননি যে বাবা ওঁর বাড়ীতে এসে খাবার খেয়ে ওঁকে কৃতার্থ করবেন। বাবার কথা স্মরণ করে অতি খুশী হয়ে উনি নিজের স্ত্রীকে বলেন- "আজ দোলের দিন। এক সন্ন্যাসী অতিথি খেতে আসবেন। তাই খাবার একটু বেশী করে তৈরী কোর। ওঁর স্ত্রী অতিথির বিষয় জিজ্ঞাসা বাদ করায় হেমাডপন্ত কোন কথা না লুকিয়ে স্বপ্নের বৃত্তান্ত খুলে বলেন। তখন ওঁর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেন যে- "তিনি কি শিরডীর অত ভালো খাবার ছেড়ে এতদূর বান্দ্রাতে আমাদের সাদা-মাটা খাবার খেতে আসবেন?" হেমাডপন্ত নিজের দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করে বলেন- "বাবার জন্য অসম্ভবই বা কি? হতে পারে তিনি স্বরূপে না এসে অন্য কোন রূপ ধারণ করে আসবেন!" এরপর খাবার তৈরীর সব রকম ব্যবস্থা শুরু হয়। দোল পূজো শুরু হলে শালপাতা বিছিয়ে তার চারিদিকে আল্পনা দেওয়া হয়। দুটি সারি ও তার মাঝখানে রইল অতিথির জন্য স্থান। বাড়ীর সব লোকেরা যথা পুত্র, নাতি, মেয়ে-জামাই নিজের-নিজের স্থান গ্রহণ করে এবং পরিবেশন শুরু হয়। প্রত্যেকে উৎসুক হয়ে সেই অজ্ঞাত অতিথির জন্য অপেক্ষা করছিল। বারোটা বেজে গেল, কেউ এসে পৌছল না। এবার দরজা বন্ধ করে অন্নশুদ্ধির জন্য ঘি বিতরণ করে অগ্নিদেবকে আহুতি দিয়ে শ্রী কৃষ্ণকে নৈবেদ্য অর্পণ করা হল। সবাই খাবার খেতে শুরু করবে, এমন সময় সিঁড়িতে কারো পায়ের আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যায়। হেমাডপন্ত তাড়াতাড়ি উঠে দরজাটা খোলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে দুটি লোক ১) আলী মোহম্মদ ২) মৌলানা ইস্মু মুজাওয়ার। সবাই খাবার-খেতে বসেছে দেখে এঁরা দুজনে বিনীত ভাবে বলেন- "আপনাদের বড় অসুবিধেয় ফেললাম। তার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। আপনি থালা ছেড়ে উঠে এসেছেন এবং সবাই আপনার জন্যই প্রতীক্ষা করেছেন। তাই আপনি দয়া করে আপনার এই সম্পদ সামলান। এর সম্বন্ধে আশ্চর্য্যজনক ঘটনা অন্য কোন সময় শোনার।" এই বলে ওঁরা একটা পুরনো খবরের কাগজে মোড়া প্যাকেট বার করে সেটা খুলে সামনের টেবিলে রাখেন। কাগজের আবরণ সরাতেই বাবার একটা বড়, সুন্দর ছবি দেখে হেমাডপন্ত নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। উনি মনে মনে ভাবেন- "বাবা এই ছবির মাধ্যেমেই আমাকে আশীর্বাদ করেছেন।" উনি আলী মুহম্মদকে প্রশ্ন করেন- "বাবার এই সুন্দর ছবিটি আপনি কোথায় পেলেন?" আলী মুহম্মদ তখন জানান- "আমি এইটি একটা দোকান থেকে কিনেছিলাম। এর বিষয় বাকী কথা পরে জানাব। আপনি দয়া করে

এবার খেতে বসুন, সবাই আপনার জন্যই অপেক্ষা করছে।" হেমাডপন্ত ওঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে নমস্কার করেন। এরপর মাঝখানে পাতা আসনটির ওপর ছবিটি রেখে বিধিপূর্বক নৈবেদ্য অর্পণ করেন। সবাই ঠিক সময়ে খেতে শুরু করে। ছবিটিতে বাবার সুন্দর মনোহর রূপ দেখে সবাই পরম প্রীত হয়ে ভাবতে বাধ্য হয় যে এই আশ্চর্য ঘটনা কি ভাবে ঘটল? বাবা এই ভাবে হেমাডপন্তকে স্বপ্নে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করলেন।

এই ছবির বিষয়ে বিবরণ অর্থাৎ আলী মুহম্মদ ছবিটি কি করে পান এবং কেনই বা সেটা হেমাডপন্তকে উপহার দেন, এই বিষয়ে বর্ণনা পরের অধ্যায়ে করা হবে।

।। श्री साईनाथार्पणमस्तु। शुभम् भवतु।।